দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

প্রশাসনিক হয়রানি করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না

প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্র্যাকীকরণ চুক্তি বাতিলের দাবীতে জেলায় জেলায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : ব্র্যাক কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্কুল এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রমের বিষয়ে সরকারের সাথে চুক্তি বাতিলের দাবীতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় গতকাল প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। চুক্তি বাতিলের দাবীতে আগামী ১৪ ও ১৫ জুন সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক ঘন্টা কর্মবিরতি সফলের লক্ষ্যে সমাবেশ সফল করায় সংশ্লিষ্ট নেতা-কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন সমিতির সভাপতি মো: নুরুল আবছার ও সাধারণ সম্পাদক মো: সিদ্দিকুর রহমান। নেতৃবৃন্দ ১ ঘন্টা কর্মবিরতি পালনসহ ২ দফা প্রতিবাদ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আগামী ২০ জুনের মধ্যে থানা/উপজেলা পৃ ১৮ ১ ক ১ ৬

প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্র্যাকীকরণ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পাথায় জমা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্র্যাকের কার্যক্রম বৈধতাদানের জন্য কোন কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য নয়। বিবৃতিতে বলা হয়, যেহেতু জনগণের সন্তানদের লেখাপড়া নিয়ে অমূলক ও অবাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, যেহেতু এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই গণভোট প্রয়োজন। যেখানে ২০০৬ সালে ঘোষিত উন্নীত স্কুলে শতকরা ৮০ জন শিক্ষকের বেতন কমে যায়, প্রধান শিক্ষকের পদোন্নতি বন্ধ, সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ সৃষ্টি, প্রধান শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা প্রদানসহ অসংখ্য সমস্যা দূরীকরণ না করে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্র্যাকিকরণের গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জটিল করছে। তারা বলেন, ২০০৮ সালের প্রাথমিক বৃত্তি, সমাপনী পরীক্ষাসহ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি সন্তোষজনক। ফলাফলে দেখা গেছে, বেসরকারী ও ব্র্যাকের বিদ্যালয়গুলো অনেক পিছিয়ে আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার এ অভূতপূর্ব সাফল্যকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার বিরুদ্ধে একটি বিশেষ মহলের চক্রান্ত চলছে। নেতৃবৃন্দ আগামী ১৬-৩০ জুন জনসংযোগের কর্মসূচী চলাকালীন সময় সকল শিক্ষক নিজ নিজ বিদ্যালয়ের চারটি কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসহ সকল পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে ঘোষিত আন্দোলনের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিল করা না হলে যেকোন কঠোর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে।

৪ প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন

প্রাথমিক শিক্ষা ব্র্যাকের অধীনে ন্যস্ত করার প্রতিবাদে প্রাথমিক শিক্ষকদের ৪টি সংগঠনের এক যৌথ সভা মুহ: ওয়াহিদুজ্জামান মিলার সভাপতিত্বে গতকাল তোপখানা রোডে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা: মো: ফরিদউদ্দিন কামাল, সাধারণ সম্পাদক মো: বদরুল আলম মুকুল, বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো: শামসুল আলম, মহাসচিব যুগেন্দ্র মোহন সাহা, কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো: হাফিজুর রহমান খান, মহাসচিব মাহবুবুল আলম, কাজী নাজনীন সুলতানা পাতা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের ২০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মনিটরিং, সুপারভিশন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব এনজিও ব্র্যাকের অধীন ন্যস্ত করার প্রতিবাদে প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাকের অপপ্রয়াস প্রতিহত করতে চেষ্টা করছে। অপরদিকে, শিক্ষকদের [illegible] ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য ব্র্যাক ও একটি বিশেষ মহল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে প্রশাসনিক হয়রানি করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না।

কক্সবাজার অফিস জানায়, ব্র্যাকের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা ন্যস্তকরণের সরকারী সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে কক্সবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা কক্সবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল সোমবার বিকালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এম. শামসুল আলমের সভাপতিত্বে এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তাগণ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বর্তমানে সরকারী যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তা অবশ্যই যথেষ্ট। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনে সরকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক, পরিচালক ও মহাপরিচালক হয়েছেন। তারা বলেন, ব্র্যাককে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্তকরণের যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ময়মনসিংহে জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী (নাপ), ৬৪টি জেলায় ৫৪টি পিটিআই, ৫১২টি উপজেলায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টার হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রতিনিয়ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, যা প্রাথমিক শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার কর্তৃক একটি বাবসায়িক এনজিও ব্র্যাকের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তুলে দেয়া এদেশের শিক্ষক সমাজ, প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র।

বক্তাগণ আগামী ১৪ ও ১৫ জুন কেন্দ্রীয় কর্মসূচি ঘোষিত কর্মসূচী সফল করার জন্য দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য [illegible] কক্সবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির [illegible] সম্পাদক নুরুল আজিম, যুগ্ম সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চৌধুরী, ব্র্যাক প্রোগ্রাম প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক [illegible] রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক মনির উদ্দিন, কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা সম্পাদক আবুল কালাম, [illegible] সহসভাপতি এস এম কামাল উদ্দিন, [illegible] সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল ফজল, চকরিয়া সভাপতি মোহাম্মদ মুসা, রামু সভাপতি আনোয়ারুল হক, সিরাজুল ইসলাম সেলিম, কুতুবদিয়া সভাপতি জাহাঙ্গীর মাসুদ, আবদুল মান্নান, উখিয়া সভাপতি শাহজাহান, টেকনাফ সভাপতি এস এম নাছির, পেকুয়া সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ চৌধুরী, মহেশখালী সভাপতি দৌলত খায়েল, [illegible] কক্সবাজার সদর উপজেলা [illegible] হোসেন ও জাহাঙ্গীর আলম।

জামালপুর জেলা সংবাদদাতা : সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিলের দাবীতে জামালপুর জেলা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গতকাল সোমবার সিংহজানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা বেগম ফরিদা আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, জামালপুর জেলা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সাধারণ সম্পাদক শহিদুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক আবুল আউয়াল আনসারী, সহসম্পাদক করিমসহ শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৪ ও ১৫ জুন জেলার সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ ঘন্টা কর্মবিরতি পালন এবং শিক্ষকদের স্বাক্ষর গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

নওগাঁ জেলা সংবাদদাতা জানান, প্রাথমিক শিক্ষা এনজিওকরণ রুখতে হবে। অবিলম্বে ব্র্যাককে প্রাথমিক শিক্ষা তত্ত্বাবধির সরকারী আদেশ বাতিল করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা এনজিওকরণের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে নওগাঁ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে গতকাল সোমবার বিকেলে সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা উপরোক্ত দাবী জানান। আল মামুনাল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জাহাঙ্গীর আলম, জাহিদ রব্বানী, ইয়াকুব আলী, আহসান আলী, মাসুদা বিলকিস, জান্নাতুল ফেরদৌস, মতিয়ার রহমান, রামদুলাল, রবিদাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।